গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

(Abstract)

গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ
(ABSTRACT)

ভূমিকা

কথাসাহিত্য বলতে উপন্যাস ও ছোটগল্প এই দুটি শাখাকেই বোঝায়। এর মধ্যে উপন্যাসের জন্ম প্রথমে। ছোটগল্প শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যেই নয়, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। 'সাহিত্য সম্রাট' বঙ্কিমচন্দ্রের কলমে বাংলা উপন্যাস প্রথম সার্থকতা লাভ করে। অপরদিকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতেই বাংলা ছোটগল্পের জন্ম হয়। সৃষ্টির শুভলগ্ন থেকেই এই দুটি শাখা সময়কালের সাপেক্ষে তাদের রূপ, আঙ্গিক, ফর্ম ও ভাবের পরিবর্তন করতে করতে চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে। সেই ধারায় বিশ শতকের চল্লিশের দশকের সূচনালগ্নে কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫) পদার্পণ করেন। প্রত্যেক স্রষ্টাই মানব জীবন ও মানব সম্পর্ককে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচনা করে থাকেন। সেক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথ মিত্রও তাঁর সমকালীন সময়ে আপন জীবন দর্শনের আলোকে মানব-মানবীর সম্পর্ককে ভিন্ন আর এক ভাবে উপস্থাপন করে বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র স্থান লাভ করেছিলেন। নারী ও পুরুষ এই দুই বিপরীত লিঙ্গের মানুষকে কেন্দ্র করেই মানব সভ্যতা ক্রমবর্ধিত হয়ে চলছে। সুতরাং সৃষ্টির শুভলগ্ন থেকেই তাদের সম্পর্ক নিগূঢ় রহস্যে আবৃত। আর সেই রহসের বীজ নিহিত আছে 'মানব মনে'। এই মানব মনের প্রত্যেকটি স্তর ও গোপন কুঠুরীর অলি-গলিতে বহমান হৃদয়রসের প্রকৃতি এবং তার স্রোতধারায় জোয়ার-ভাঁটার কারণ কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন বলেই মানব-মানবীর সেই সম্পর্কের বহুমাত্রিক দিককে এক এক ভাবে তিনি তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে উপস্থাপিত করেছেন। তা কেবলমাত্র পাঠকচিত্তকে নব নব রসে সিক্তই করে না, জীবনকে নতুনভাবে চিনতে সাহায্য করে। কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সৃষ্টিতে সম্পর্কের রূপ-বৈচিত্র্য তথা বর্ণময়তা কত রকমভাবে ধরা পড়েছে, আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভে সেই দিকটি তুলে ধরবার একটা প্রয়াস রয়েছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয় – **'নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কথাসাহিত্যে মানব-মানবীর সম্পর্কের বহুরূপতার অন্বেষণ'**। এই গবেষণা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করতে যেভাবে অধ্যায় বিভাজন করেছি তা এরূপ – প্রথম অধ্যায় - নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জীবন ও সাহিত্য পরিচয়। দ্বিতীয় অধ্যায় - নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাসে নর-নারীর সম্পর্কের বহুমুখী ধারা অন্বেষণ। তৃতীয় অধ্যায় - নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পে নর-নারীর সম্পর্কের বহুরূপতার অন্বেষণ। চতুর্থ অধ্যায় - মানব-মানবীর সম্পর্কের আলেখ্য রচনায় নরেন্দ্রনাথ

মিত্রের বিশিষ্টতা। উপসংহার এবং সঙ্গে গ্রন্থপঞ্জী যুক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জীবন ও সাহিত্য পরিচয়

একজন শিল্পীর সৃষ্টিকে উপলব্ধি করতে হলে তাঁর ব্যক্তিজীবনকে জানা একান্ত প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যেই এই অধ্যায়টি রচিত হয়েছে। এখানে ব্যক্তি নরেন্দ্রনাথ কীভাবে সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন, কীভাবে তাঁর জীবনবোধ গড়ে উঠেছে, প্রেরণা শক্তিই বা তাঁর কারা ছিলেন তারই একটি পর্যায়ক্রমিক ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ ব্যক্তি নরেন্দ্রনাথ বনাম সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র আমরা এখানে অনুভব করতে সক্ষম হব। সেই সঙ্গে তাঁর বিপুল সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গেও পরিচিতি লাভ করব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাসে নর-নারীর সম্পর্কের বহুমুখী ধারা অন্বেষণ

আমরা জানি উপন্যাস জীবনের সমগ্রতার কথা বলে। কাজেই বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে, বহু চরিত্রের সমাবেশে জীবনের নানা উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না সেখানে উঠে আসে। সুতরাং নর-নারীর বহুমুখী সম্পর্কের বাতাবরণ যে সেখানে থাকবে তা খুব স্বভাবিক। ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মুদ্রিত উপন্যাসের সংখ্যা ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ৬০-এর কাছাকাছি। অধ্যায়ের এই স্বল্প পরিসরে সবগুলি আলোচনা করা না গেলেও যে উপন্যাসে সম্পর্কের জটিলতা অনেক বেশি, যা গতানুগতিক সম্পর্ক ধারা থেকে পৃথক সেগুলিকে তুলে এনে শিল্পীর সৃষ্টিতে সম্পর্কের রূপবৈচিত্র্য কতখানি তা প্রস্ফুটিত করা হয়েছে। ঔপন্যাসিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র কোন কোন রচনাতে সম্পর্কের জটিলতার সমাধান কিংবা পরিণতি নিজের মত করে টেনেছেন কখনো বা সে বিষয়ে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় – 'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসে দেখা যায়, আমরা প্রত্যেকটি মানুষই এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। অথচ সেই দ্বীপগুলি সম্পর্কের কোন বাঁধনের জোরে জীবন নদীতে পাশাপাশি ভেসে চলে। আর সেই চলা কি শুধুই প্রয়োজনের তাগিদে চলা, যান্ত্রিকভাবে চলা, না তার পরেও কিছু আছে ? কিংবা 'দেহমন' উপন্যাসের চরিত্রগুলি যখন দেহ থেকে মনে উত্তীর্ণ হয় তখন তাদের এতদিন ধরে বয়ে আসা সম্পর্ক কীভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়, আর সেই পরিবর্তন কতখানি সুস্থ ? অপরদিকে 'চেনামহল' উপন্যাসের চেনা চরিত্রগুলি কেমনভাবে অচেনা হয়ে উঠে জীবনের এমন সমাধানে পৌঁছোয়। অথবা 'তিন দিন তিন রাত্রি' উপন্যাসে দুই বোনের স্বাভাবিক সম্পর্ক কোন্ প্রবৃত্তির টানে জটিল

থেকে জটিলতর গিঁটে আবদ্ধ হয় ? সেই গিঁট কি আর কোন দিন খুলবে ? কেমন হবে এই সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি.....? এমনই সব বিষয়ের বিচার-বিশ্লেষণ তথা সম্পর্কের বহুমুখী সমীকরনের রূপ এই অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পে নর-নারীর সম্পর্কের বহুরূপতার অন্বেষণ

ছোটগল্প জীবনের খন্ডাংশকে তুলে ধরে। হৃদয়ের আবেগ-অনুভূতির যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বাঁক তাই এখানে ধরা পড়ে। যে অনুভূতি সমূহের দ্বারাই মানব-সম্পর্কগুলি মূলত নিয়ন্ত্রিত হয়। নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রায় চার'শো-র কাছাকাছি ছোটগল্প রচনা করেছেন। যার প্রত্যেকটিতেই সম্পর্কের সমীকরণ পাঠকবর্গকে নতুন করে ভাবতে সাহায্য করে, জীবন সম্পর্কে নতুন ধারণা দেয় – সেগুলিকেই একসূত্রে গ্রথিত করে এই অধ্যায়ে প্রতিফলিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সেভাবে শ্রেণীকরণ না করা গেলেও আলোচনার সুবিধার জন্য ক) দাম্পত্য সম্পর্ক খ) বিবাহ পূর্ববর্তী সম্পর্ক গ) বৈধব্য সম্পর্ক ও ঘ) অন্যান্য সম্পর্ক এই কয়েকটি গোত্রে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। ক) দাম্পত্য সম্পর্কে একটি বলয়ের দু'জন নারী-পুরুষ আবদ্ধ থাকলেও সে ধারারও নানা স্তর রয়েছে। তা গল্পকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন, যেমন – সেতার, রস, অবতরণিকা, এক পো দুধ ইত্যাদি। খ) দাম্পত্য সম্পর্কের বাইরে যে সম্পর্ক নানা পর্বে জীবনের এসে ভিড় করে সেগুলি সাধারণত অবৈধ সম্পর্ক নামেই পরিচিত। এই পরকীয় সম্পর্কগুলিও যে কত ধারায় বিকশিত হয় তার বিভিন্ন দিক লেখকের অসবর্ণা, স্বরসন্ধি, দীপান্বিতা, বিকল্প ইত্যাদি গল্পে উঠে এসেছে। গ) জীবনের দাবীর সাড়ায় বিধবা রমণী কিংবা বিপত্নীক পুরুষ পুনরায় সম্পর্কে আবদ্ধ হলে সেই সম্পর্ক জটিলতার কোন্ স্তরে পৌঁছোয় সেদিকগুলিও উঠে এসেছে – মহাশ্বেতা, যবনিকা ইত্যাদি গল্পে। দাম্পত্য, বৈধব্য কিংবা বিবাহ পূর্ববর্তী সম্পর্কের বাইরেও আছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবধারার বহু সম্পর্ক, যেগুলিকেই পৃথক পৃথক প্লট গঠন করে সাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর বিভিন্ন গল্পে তুলে ধরেছেন। এরকমই চেনা মানুষগুলির জীবন সম্পৃক্ত সম্পর্কগুলির আবর্ত, টানাপোড়েন, জটিলতা, দ্বন্দ্ব কীভাবে তিনি নানা গল্পে প্রতিফলিত করেছেন তারই নানা দিক এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

মানব-মানবীর সম্পর্কের আলেখ্য রচনায় নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বিশিষ্টতা

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যেহেতু মানব জীবনকে কেন্দ্র করে শিল্পী সাহিত্য সৃষ্টি করে থাকেন সেহেতু প্রত্যেক সাহিত্যিকের রচনাতেই মানব-মানবীর সম্পর্কের বিভিন্ন বাতাবরণ থাকবে তা

বলাই বাহুল্য। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মানব-মানবীর সম্পর্কের আলেখ্য রচনায় নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বিশিষ্টতা কতখানি তা দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের উপর ভিত্তি করেই এই অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। আপন জীবন দর্শনের আলোকে, লেখনী শক্তির দক্ষতায় ও নিজস্ব ভাষাশৈলীর কৌশলে মানব-মানবীর সম্পর্ক রচনায় কীভাবে মৌলিকতা অর্জন করেছিলেন তা-ই এই অধ্যায়ে উঠে এসেছে।

উপসংহার

সামগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় – মানব জীবন সম্পৃক্ত সম্পর্কগুলি বিচিত্র ধারায় পরিপূর্ণ। এর সামগ্রিকতা নিয়েই এক একটি জীবন চালিত হয়। কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র মানব-মানবীর এই বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্পর্কের রহস্যকে চেনা সীমানার চেনা চরিত্রগুলিকে অবলম্বন করে সহজ সরল ভাষায় তাঁর রচনাতে যেভাবে তুলে ধরেছেন, তা আমাদের জীবন অভিজ্ঞতায় নতুন নতুন পালক যুক্ত করে দেয়।